রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের] গৃহে একদিন

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিষয়সূচী এবং বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর গুণাবলী

আমরা এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের নিকটবর্তী। অতএব, তাঁর দরজায় অনুমতি সূচক কড়া নাড়াবো। সব খেয়াল পরিত্যাগ করে সামান্যতম দৃষ্টি রাখব ওই সমস্ত সাহাবীদের বর্ণনার দিকে যারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে, তাতে যেন আমরাই তাঁকে দেখছি এবং যেন তাঁর কর্ম তৎপরতা মুবারক জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠে।

আল-বারা ইবনে আজেব [রা] হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

«كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحسن الناس وجهًا، وأحسنهم خلقًا، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير».

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম চেহারা ও সর্বোত্তম শারীরিক কাঠামোর অধিকারী ছিলেন, তিনি অতি লম্বা ছিলেন না বা খাটোও ছিলেন না।[1]

তিনি আরও বর্ণনা করেন:

«كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مربوعًا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه».

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত কাঁধের অধিকারী ছিলেন, তাঁর চুল ছিল কানের লতি পর্যন্ত, আমি তাঁকে লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি, তাঁর চেয়ে সুন্দর কোন কিছু আর কখনও দেখিনি।[2]

আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ি বলেন:

«سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مثل السيف؟ قال: لا بل مثل القمر».

এক ব্যক্তি বারা বিন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিল: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কি তলোয়ারের ন্যায় ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, না, বরং চাঁদের ন্যায় ছিল।[3]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«ما مسست بيدي ديباجًا ولا حريرًا، ولا شيئًا ألين من كف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ».

আমি রেশম কাপড় ও অন্যান্য জিনিস ধরে দেখেছি, কিন্তু কোন জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাত থেকে মোলায়েম বা নরম ছিল না, এবং রাসূলের শরীরের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম কোন ঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি।[4]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম গুণাবলীর মধ্যে একটি হল লজ্জা। এমনকি এ সম্পর্কে আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه».

অন্ত:পুরে পর্দায় থাকা বালিকার চেয়েও তিনি বেশী লজ্জা করতেন। তবে তিনি যদি কোন কিছু অপছন্দ করতেন তা আমরা তার মুখমণ্ডল থেকেই বুঝতে পারতাম।[5]

এ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৈহিক ও চারিত্রিক উভয় প্রকারের আদর্শকে পরিপূর্ণ করেছিলেন।

ফুটনোট

[1] বুখারী, হাদিস: ৩৫৪৯, মুসলিম, হাদিস: ২৩৩৭

[2] বুখারী, হাদিস: ৩৫৫১, মুসলিম হাদিস: ২৩৩৭

[3] বুখারী, হাদিস: ৩৫৫২

[4] বুখারী, হাদিসি: ৩৫৬১ মুসলিম, হাদিস: ২৩৩০

[5] বুখারী, হাদিস: ৩৫৬২

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8372

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন